বাংলাদেশের টিকাদান সেবা

শিশুদের রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদান সেবা সম্পর্কে তথ্য কিভাবে পাওয়া যাবে ?
এক নজরে :

১. প্রতিষেধক সম্পর্কে
২. সেবাসমূহ
৩.সেবা প্রাপ্তির স্থান
৪. টিকাদান পদ্ধতি কখন ব্যবহার করা যায়
৫. সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা
৬. সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা
৭. ফি

প্রতিষেধক সম্পর্কে

বিভিন্ন রকম জটিল রোগ প্রতিরোধে টিকা বা প্রতিষেধকের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই টিকা বিশ্বজুড়ে জীবন রক্ষা করে চলছে। শিশুরা প্রাক-প্রারম্ভিক শৈশবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সময় নেয়। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ৬ মাস থেকে ০৬ বছর বয়সী ৬০ জন শিশু এক সাথে অবস্থান করে বলে কিছু রোগ একশিশু থেকে অন্য শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়। তাই জন্মের পর থেকে প্রতিটি শিশুর টিকাদান সেবা যথাসময়ে নিশ্চিত করে শরীরে প্রয়োজনীয় এন্টিবডি তৈরির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন।বিভিন্ন টিকাদান কর্মসূচি থেকে শিশুদের জন্য টিকাদান সেবা এবং শিশুর রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে তথ্য সেবা পাওয়া যায়।

টিকাদান কর্মসূচী সমূহ:

আপনি যে টিকাদান সেবাগুলি দেশজুড়ে একটি নিদিষ্ট সরকারি অর্থায়নে পেতে পারেন সেগুলি নিম্নরূপ:
০৬মাস-০৫ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন এ’ ক্যাপসুল কর্মসূচী পালন।
ইপিআই কর্মসূচীর প্রস্তাবিত টিকাসমূহ।

সেবাসমূহ

রুটিন অনুযায়ী টিকাদানের সময়সূচিতে ০-০৬ বছরের শিশুদের ১০ টি রোগ প্রতিরোধে বিনামূল্যে টিকা সরবরাহ করা হয়। শিশুর বয়স অনুযায়ী নিম্নোক্ত রোগের টিকাদান সেবা নেওয়া যায়।

---

১. যক্ষা
২.ডিপথেরিয়া
৩.হুপিং কাশি
৪. টিটেনাস

৫.হেপাটাইটিস- বি
৬.হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি
৭.নিউমোনিয়া
৮.পোলিওমায়েলাইটিস
৯.হাম ও রুবেলা
১০.হাম
তথ্য সূত্র:-ইপিআই টিকা দান, ওয়েবসাইট-www.services.portal.gov.bd

বয়স ভিত্তিক শিশুর টিকার তালিকা

০-৬ মাস বয়সী শিশুর টিকা সমূহ

শিশুর জন্মের পর নির্দিষ্ট সময়ে তাকে টিকা দিতে হবে। আমাদের দেশে সরকারিভাবে ইপিআই কর্মসূচীর আওতায় ০–৬ মাস বয়সের শিশুদের নিম্নের টীকাগুলি দেওয়া হয়।**নিয়মিত টিকাদান আপনার নবজাতককে** বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করবে।

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকার ডোজ	ডোজের সংখ্যা	টিকা শুরু করার সঠিক সময়	**ডোজের মধ্যে বিরতি**	টিকাদানের স্থান	টিকার প্রয়োগ পথ
যক্ষা	বিসিজি	০.৪ মিলি	১	জন্মের পর থেকে	-	বাম বাহুর উপরের অংশে	চামড়ার মধ্যে
ডিফথেরিয়া হুপিংকাশি, ধনুষ্টাংকার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি	পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন ডিপিটি হেপাটাইটিস-বি, হিব	০.৫ মিলি	৩	৬ সপ্তাহ ১০সপ্তাহ ১৪সপ্তাহ	৪ সপ্তাহ	উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে (১ম- বাম, ২য়- ডান, ৩য়- বাম উরুতে)	মাংশ পেশী
নিউমোকক্কাল জনিত নিউমোনিয়া	পিসিভি ভ্যাকসিন	০.৫ মিলি	৩	৬ সপ্তাহ ১০সপ্তাহ ১৪সপ্তাহ	৪ সপ্তাহ	ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে	মাংশ পেশী
পোলিও মাইলাইটিস	বি ওপিভি	২ ফোটা	৩	৬ সপ্তাহ ১০সপ্তাহ ১৪সপ্তাহ	৪ সপ্তাহ	মুখে	মুখে

তথ্য সুত্র:-জাতীয় টিকাদান সময়সুচী,ওয়েবসাইট - bn.vikashpendia.in

প্রারম্ভিক উদ্দীপনা পর্যায় (০৬ মাস-১২ মাস)-একটি স্বাস্থ্যকর ভিত্তি তৈরি করে

মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে দিনে পাঁচ থেকে সাতবার খাবার দিতে হবে । এই সময় সবজি খিচুড়ি দেওয়াটা খুব উপকারী। সবজি, চাল, ডাল, সয়াবিন তেলে সমস্যা না হলে মুরগির ছোট্ট এক টুকরা মাংস, কলিজা খিচুড়িতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। সবজির মধ্যে আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো, গাজর, মূলা, শালগম, পেঁপে খাওয়ানো যেতে পারে।যদি আপনার শিশু মাংশ খেতে না চায় তবে ৯ মাস বয়সে কমপক্ষে ১০০ মিলি (৪ টেবিল চামচ)আয়রন সুরক্ষিত খাবার দিতে হবে। নিয়মিত টিকাসমূহ মত স্বাস্থ্যকর আহার জীবনের জন্য শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

নিয়মিত টিকাসমূহ

১. হাম ও রুবেলা
২.টাইফয়েড
৩.এইচআইভি
৪.পিভিসি

প্রাক- প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (১ বছর -২.৫ বছর)- একটি স্বাস্থ্যকর ভিত্তি তৈরি করে

প্রাক-প্রারম্ভিক শৈশবে শিশুর নিয়মিত খাদ্য রুটিনে সাফল্য আসে। সেই সময় শিশুর যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তা শিশুর জীবনে বড় চেলেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য নিয়মিত ন্যাপ,নাস্তা,খাবার ও বিশ্রামের সময় নিশ্চিত করতে হবে।বয়সভিত্তিক নির্ধারিত টিকাদান সেবা গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও সুরক্ষিত রেখে একটি শিশুর স্বাস্থ্যকর জীবনের ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব।

নিয়মিত টিকাসমূহ

১. ডিপিটি (১ম বুস্টার)
২.হেপাটাইটিস এ (১ম ডোজ)
৩. হাম
৪. চিকেন পক্স
৫. টাইফয়েড
৬. নিউমোনিয়া (৩য় ডোজ)
৭.এইচআইভি

প্রারম্ভিক শিখন পর্যায় (২.৫বছর -৪ বছর)- একটি স্বাস্থ্যকর ভিত্তি তৈরি করে

হেপাটাইটিস-এ হলো একটি ভাইরাস গঠিত সংক্রমণ,যার কারণে লিভার ফুলে ওঠে। সাধারণত ২.৫ থেকে ৪ বছরের শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের প্রকোপ দেখা যায়।ভাইরাসটি সংক্রমণের বিভিন্ন কারণের মধ্যে শিশুদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রাও দায়ী। তাই শিশুদের লিভারকে সুস্থ্যরাখার জন্য হেপাটাইটিস-এ টিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

১. হেপাটাইটিস- এ (২য় ডোজ)

প্রাক- প্রাথমিক স্কুল পর্যায় (৪ বছর -৬ বছর)- একটি স্বাস্থ্যকর ভিত্তি তৈরি

শিশুর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে দাঁতের যত্ন নিয়মিত টিকাদানের মত গুরুত্বপূর্ণ।তাই শিশুকে সব ধরনের খাদ্য থেকে খাবার পরিবেশন করতে হবে। চিনি যুক্ত স্নেক্স এবং কোমল পানীয় সীমিত করতে হবে। সেই সাথে শিশুদের দিনে ২ বার দাঁত ব্রাশ করাতে হবে।শিশুরা অনুকরণ প্রিয় বলে আপনি আপনার শিশুর সামনে দাঁত ব্রাশ করে দেখাতে পারেন। এতে শিশু আগ্রহী হয়ে উঠবে।

নিয়মিত টিকাসমূহ

১. হেপাটাইটিস বি (২য় ডোজ)
২.চিকেন পক্স (২য় ডোজ)
৩.হাম ও রুবেলা (২য় ডোজ)
৪.নিউমোনিয়া (৪র্থ ডোজ)

সেবা প্রাপ্তির স্থান

টিকাদান কার্যক্রম বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে-

১. জনস্বাস্থ্য ইউনিট
২. কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৩. মা্ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৪. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়
৫. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
৬. এম সি এইচ এফপি ইউনিট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
৭. মাতৃসনদ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৮. বেসরকারি সংস্থা ক্লিনিক।

মনে রাখবেন, সেবাসমূহ অনেক সময় লোকেসন অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

তথ্য সূত্র:-ইপিআই টিকা দান, ওয়েবসাইট-www.services.portal.gov.bd

টিকাদান পদ্ধতি কখন ব্যবহার করা যায়

- যদি আপনার ০-০৬ বছর শিশুর জন্য কোন নির্দিষ্ট রোগের টিকা বা তথ্য চান।
- যদি ০ -০৬ বছর বয়সের শিশু নিয়ে বিদেশ ভ্রমন করলে।

সুপারিশের প্রয়োজনীয়তা

ইপিআই টিকাদান সেবা পেতে কোন চিকিৎসকের সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।

সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা

টিকা দেওয়া কিংবা টিকা সম্পর্কিত তথ্য জানার প্রয়োজন হলে নিকটতম টিকাদান কেন্দ্রে ফোন করুন।

ফি

ইপিআই টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় ১০ টি রোগের টিকা ব্যতীত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিকা রয়েছে যা প্রতিটি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক। শিশুর সুস্থতার জন্য নিম্নলিখিত রোগের এই টিকাগুলো বিনা মূল্যে প্রদান করা না হলেও কোন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সময়মত দিয়ে দেওয়া উচিত।

রোগের নাম	টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	টিকা শুরু করার সঠিক সময়
ডায়রিয়া	রোটা ভাইরাস	৩	জন্মের পর ০৬-১৫ সপ্তাহের মধ্যে
চিকেন পক্স	ভ্যারিসেরা	২	১২-১৮ মাসের মধ্যে
টাইফয়েড	হেপাটাইটিস এ	২	১২-১৩ মাস
মেনিনজোকক্কাল মেনিনজাইটিস	টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাক্সিন (টিসিভি)	২	০৯-১২ মাস
ইনফ্লুয়েঞ্জা	মেনিনজোকক্কাল-সি কনজুগেট	১	১২ মাস
হেপাটাইটিস- এ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন	১	০৬ মাস

সতর্কীকরণ-

টিকার প্রকারভেদ অনুযায়ী শিশুর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।এইসব উপসর্গগুলোর বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। নিম্নে কিছু উপসর্গ দেয়া হলো:

১. উচ্চ তাপমাত্রা বা জ্বর
২.খিটখিটে ভাব
৩.ইনজেকশন দেওয়ার জায়গায় কোমলতা বা সংবেদনশীলতা
৪.টিকার স্থান লাল হয়ে যাওয়া বা ফুলে যাওয়া।
এ সকল সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন রকম মুখে খাবার ঔষধ বা ব্যাথানাশক মলম ব্যবহার করা যাবেনা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি প্রতিবেদনে শিশুদের চিকিৎসায় **৬টি ঔষধ** কে অত্যাবশ্যক বলা হয়েছে।এগুলো হচ্ছে:

১. খাবার স্যালাইন
২.অ্যামক্সিলিন সিরাপ
৩.প্যারাসিটামল সিরাপ
৪.ভিটামিন এ ক্যাপসুল
৫.অ্যালবেলডাজল/মেবেনডাজল
৬.জিংক ট্যাবলেট
তথ্যসূত্র:বাংলাদেশ হেল্থ ফ্যাসিলিটি সার্ভে ২০১৭,স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

গর্ভাবস্থা-শিশুর স্বাস্থ্যকর ভিত্তি তৈরি করে

শিশুর টিকাদানের পাশাপাশি গর্ভবতী নারীদের টিকা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ।কারণ গর্ভাবস্থায় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সহজেই সর্দি-কাশি, ফ্লু বা অন্যান্য ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। এজন্য গর্ভবতী নারীদের গুরুত্বর অসুস্থতা থেকে রক্ষার জন্য একটি ফ্লু চার্ট অনুসরণ করা উচিত।যা জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস শিশুকেও ফ্লু এর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

এই পাতায় জন্ম নিবন্ধন সম্পর্কিত সকল তথ্য

জন্ম নিবন্ধন (নবজাতক)

জন্মের পর শিশুর একটি নাম,পরিচয় ও জাতীয়তা নিশ্চিত করতে জন্ম নিবন্ধন একটি আইনগত প্রথম ধাপ। শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে বিনামূল্যে জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। আপনার শিশুর জন্ম নিবন্ধন যথাসময়ে করার দায়িত্ব আপনার।

বালাদেশে জন্ম নিবন্ধন করার পদ্ধতি

বাংলাদেশে ২ টি পদ্ধতিতে জন্ম নিবন্ধন করা যায়। যথা-

১. নবজাতকের পিতামাতা কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনের নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের নিকট আবেদন করতে পারেন।

২. অনলাইনের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধনের আবেদন ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে পারেন।

আপনার নবজাতককে কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন রেজিষ্ট্রেসন করবেন

রেজিষ্টার জেনারেলের কার্যালয়,জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যালয়ের নিম্নোক্ত ওয়েবসাইডে গিয়ে অনলাইনে জন্ম নিবন্ধনের আবেদন ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে পারেন।এছাড়া আবেদন প্রক্রিয়া,আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদী ও আবেদনের স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে লিংকে ভিজিট করুন।

লিংক-br.igd.gov.bd

উল্লেখ্য,সরাসরি জন্ম নিবন্ধন ফর্ম জমা দেওয়ার চেয়ে অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন করা দ্রুত ও সহজ হয়।

যদি আপনি ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন করতে না পারেন

শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে বিনামূল্যে একটি জন্মনিবন্ধন করা সম্ভব না হলে সরকার নির্দেশিত ফি প্রদান সাপেক্ষে জন্মনিবন্ধন করতে পারবেন।

সূত্র- ১৮ ডিসেম্বর.২০১৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন।